তপোধীর ভট্টাচার্যের কবিতা

১

মায়াবী লণ্ঠন

শৈশবের মায়াবী লণ্ঠন তুমি
অরুণ-বরুণ-কিরণমালাকে মনে পড়ে?
মনে পড়ে শীত-বসন্তের খেলাঘর আর নিশিডাক?
মনে পড়ে সারাদিন টাপুরটুপুর বৃষ্টি?
নৌকা ভাসানোর খেলাশেষে মায়ের আঁচল?

গোধূলির ক্লান্ত ছায়া ঘিরেছে যখন, কেন মনে পড়ে
তোমাকেই মায়াবী লণ্ঠন? তুমি শুধু রূপকথা
আর কিছু নও? লালকমল আজও জেগে আছে
ঘুমিয়ে পড়েছে নীলকমল, পাথর হয়েছে কিরণমালা
ফিরে পেতে চাই সে মায়ের আঁচল।

২

শস্যপার্বনের স্বপ্ন

মেঘ জমে উঠছে শূন্যের ইশারা নিয়ে
রিক্ততার প্রতিভাস সব
অনিশ্চিত প্রহরের বিপুল আর্তিতে মুছে গেছে
স্তব্ধতার অন্তর্লীন মায়া

অলীক দিগন্ত থেকে ভেসে আসছে
বৃষ্টির গুঞ্জন
একি কোনো প্রত্যাশার, অঙ্কুরিত সূচনার
ঋতু সংহার

জাগো, জেগে থাকো, শস্যপার্বনের
স্বপ্ন দেখে দেখে